দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

38

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

(চট্টগ্রাম অফিস)

গত ২২শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত "সন্ত্রাসী" ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন খবর প্রচারের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার পূর্বাপর বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক সুদীর্ঘ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছে।

ডেপুটি রেজিষ্ট্রার (তথ্য) আবু হেনা মুহম্মদ মহসীন স্বাক্ষরিত এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৮ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ চাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র শিবির হারিয়া যাওয়ার পর হইতে সংগঠনটির কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। শিবির ১৬ই আগষ্ট হইতে ৭ দফা দাবী আদায়ের নামে ভি, সি'র পদত্যাগ, ১০ই মার্চ ও ২৮শে মে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি বাতিলের অযৌক্তিক দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, '৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বরের ঘটনার পর হইতে শিবির ক্যাম্পাসে অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা সহ্য করিত না এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করিত। চাকসু নির্বাচনের পর আবার ক্যাম্পাসে নূতন প্রাণস্পন্দন শুরু হইলে শিবির চাকসু আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে হামলা, অগ্নি-সংযোগ ও বিভিন্ন রকমের সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। নিয়ম অনুযায়ী ১৯শে জুলাই সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোষ্ট ডঃ জহুরুল হকের ১ বৎসর মেয়াদ শেষে ঐ পদে ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক ডঃ ইনামুল হককে নিয়োগ করা হইলে ছাত্রশিবির অযৌক্তিকভাবে সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোষ্ট কক্ষে জোর করিয়া তালা লাগাইয়া দেয়। শিবির সকল ছাত্র সংগঠন নিয়া গঠিত পরিবেশ পরিষদ বাতিলেরও দাবী জানায়। সিণ্ডিকেট তাহাদের এই অযৌক্তিক দাবী পূরণে অপারগতা প্রকাশ করিলে শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা ছাত্রশিবিরের শিক্ষায় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ যোগায়। তাহাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ১৭ই নভেম্বর হইতে ভিসি'র পদত্যাগের দাবীতে শিবির একতরফা ১২ দিন ভিসি কার্যালয়ে তালাবদ্ধ করিয়া রাখে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১২ই ডিসেম্বর চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিশাল বিজয় মিছিলে '৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধীরা ৯০-এ বিপ্লবী সাজিয়াছে। তাহাদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয়।" মর্মে ভিসি আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনের বক্তব্যের পর একদল সশস্ত্র শিবিরকর্মী স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করিয়া তাঁহাকে পদত্যাগের দাবী জানায় এবং অকথ্য ভাষায় গালী-গালাজ ও নাজেহাল করে। এর পরে ভিসি ঐদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে অবরুদ্ধ অবস্থার বর্ণনা দেন।

২৫শে ডিসেম্বর শিবিরের সহায়তায় শিক্ষক সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা কর্তৃক আহূত ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সমাবেশে ২২শে ডিসেম্বর হইতে ডিসি'র বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। ছাত্রশিবির ও ২২শে ডিসেম্বর হইতে লাগাতার হরতালের ডাক দেয়। ঐদিন শিবির কর্মীরা ১ নং ও ২ নং ফটক তালাবদ্ধ করিয়া রাখে। সকাল ১০টার মধ্যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস করিতে আসিলে ১ নং ফটকে তাঁহারা শিবির কর্মীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দিন ফটক খুলিয়া দেওয়ার জন্য শিবির নেতাকে আহ্বান জানাইলে শিবির কর্মীরা ফটকের তালা খুলিয়া দেওয়ার পর প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী কলাভবন ও বিজ্ঞান ভবনের দিকে যাত্রা করেন। কলাভবনের সামনে পৌঁছিতেই শিবির কর্মীরা তাঁহাদের ইট-পাটকেল, লাঠিসোটা, ছুরি, পিস্তল নিয়া আক্রমণ করে। ইহাতে বহুসংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে আহত ছাত্র ফারুকুজ্জামান হাসপাতালে মারা যায়।

ঐদিনের দুঃখজনক ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং রাত ৮টার মধ্যে ছাত্র ও পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু শিবির কর্মীরা হলত্যাগে অস্বীকৃতি জানায়। সিণ্ডিকেট তাহাদের হল ত্যাগে বাধ্য করার জন্য পুলিশকে লিখিত অনুরোধ জানাইলে পরদিন রাত সাড়ে ১১টায় শিবির কর্মীরা ট্রেনযোগে পুলিশ প্রহরায় ভার্সিটি ত্যাগ করে।

বিজ্ঞপ্তির শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরাইয়া আনার জন্য সকল মহলের কাছে আবেদন জানায়।

চট্টগ্রাম ভার্সিটি সিণ্ডিকেটের সভা

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২২শে ডিসেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনায় পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ ফারুকুজ্জামানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐদিনের সন্ত্রাসী ঘটনায় যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত ও নিগৃহীত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাঁহাদের আশু আরোগ্য কামনা করা হয়। সভায় সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন, দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ঘটনার ব্যাপারে হাইকোর্টের একজন বিচারকের নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।